রাজবংশী : আইডেনটিটি ও একটি ভাষার জন্ম

দৃপ্তা পিপলাই (মণ্ডল)

রাজবংশী অভিধাটির বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছিল বিশ শতকের গোড়ার দিকে। কিন্তু এই অভিধাটির জন্ম তারও বহু আগে। কোচবিহারের রাজসভায় আগত ব্রাহ্মণেরা 'রাজবংশী' অভিধাটি দিয়েছিলেন রাজপরিবার এবং গোষ্ঠীকে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠছিল রংপুর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে, সেইসময় নতুন আইডেনটিটি গড়ে তোলবার তাগিদে 'রাজবংশী' শব্দটিকে চয়ন করা হয় ইতিহাস থেকে। অধুনা উত্তরবঙ্গ, আসামের কিছু অংশ এবং বাংলাদেশের উত্তর-ভাগ নিয়ে বিস্তৃত একটি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল 'ক্ষত্রিয়' আইডেনটিটির দাবিতে একটি সামাজিক আন্দোলন (Social Mobility Movement)। আন্দোলনের প্রয়োজনে যে 'Solidarity' গড়ে তোলবার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে 'রাজবংশী গোষ্ঠী' তথা 'রাজবংশী ভাষা'র ধারণা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে।

Linguistic Survey of India (LSI)-তে গ্রিয়ার্সন রাজবংশীকে বাংলার উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। গ্রিয়ার্সন (১৯০৯) জানিয়েছেন যে, রাজবংশী গণ-অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায় উত্তরের বাংলা (Northern Bengla/Bengali) অঞ্চলের উত্তর-পূর্বে। রাজবংশী ভাষা-অঞ্চল হিসাবে গ্রিয়ার্সন যে অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল : রংপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এর তরাই, কোচবিহার দেশীয় রাজ্য (Native State) এবং বর্তমান আসামের গোয়ালপাড়া।

রাজবংশী কীভাবে অন্যান্য প্রতিবেশী অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে বিলীন (Diffused) হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে, যে তথ্যও জানিয়েছেন গ্রিয়ার্সন। সামাজিক ভাষাতত্ত্বের নিরিখে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গ্রিয়ার্সন জানিয়েছেন যে, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে রাজবংশী ক্রমে মিশে গেছে (diffusion) অহমীয়া ভাষার সঙ্গে, গারো পাহাড় অঞ্চলে মিশে গেছে গারো ভাষার সঙ্গে, দক্ষিণ-পূর্বে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক বাংলার সঙ্গে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে উত্তরের বাংলা (Northern Bengali)[১] এর সঙ্গে। ব্রহ্মপুত্র নদকে অনেক ক্ষেত্রেই রাজবংশী ভাষা-অঞ্চলের সীমা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আশেপাশের ভাষা (adjacent Languages)-র সঙ্গে রাজবংশীর diffusion-এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তরের বাংলার কারক-বিভক্তির (case ending) সাথে রাজবংশী কারক-বিভক্তির সাদৃশ্য রয়েছে। দিনাজপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত অধিকরণ কারক (Locative Case)-এর বিভক্তি রাজবংশী কারক-বিভক্তির মতই। যেমন :

পায়েত ('পা'-এ '-এত' অধিকরণ কারক বিভক্তি/Locative Case marker), 'পায়ে'।

ক্ষেতেত ('ক্ষেত'-এ '-এত', অধিকরণ-কারক বিভক্তি/Locative Case marker') 'ক্ষেতে'।

রাজবংশী ও উত্তরের বাংলায় ক্রিয়াপদের গঠনের সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। যেমন—

ছিল্ (প্রথম পুরুষ, ১ বচন, অতীতকাল/3rd Person Singular, Simple/habitual past tense), 'ছিল'।

গেল্ (প্রথম পুরুষ, অতীত কাল/3rd Person, Simple Past tense), 'গেল'।

যাম্ (উত্তম পুরুষ, ১ বচন, ভবিষ্যৎ কাল, 1st Person, Singular, Future tense)। অসমের পশ্চিম অঞ্চলের সাথে রাজবংশীর কারক-বিভক্তির সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

মোক্ (উত্তম পুরুষ, ১ বচন, কর্মকারক বিভক্তি/First Person, Singular, Accusative Case)।

বিশেষ্যপদের কারক-বিভক্তি ও ক্রিয়াপদের কালসূচক বিভক্তি (tense marker)-এর পর্যালোচনা (analysis) diffusion-এর ফলে আশেপাশের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে রাজবংশীর সাপেক্ষে বুঝতে সাহায্য করে।

ভাষা-অঞ্চলের (Linguistic Area) ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য অনুসারে রাজবংশী ভাষিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলির ধারণা করা যায়। সেইসঙ্গে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গোষ্ঠীগত তথা ভাষাগত আইডেনটিটি গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে আরও দুটি বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজন নির্দেশ করে। প্রথমত রাজবংশী গোষ্ঠী/ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কিভাবে ভাষাগত আইডেনটিটিকে একটি বৃহত্তর অঞ্চলের সঙ্গে আইডেনটিফাই করা হয়, সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজনে। দ্বিতীয়ত এই আইডেনটিফিকেশনের কারণে কিভাবে রাজবংশী ভাষা-অঞ্চল ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করে।

গ্রিয়ার্সন যে অঞ্চলকে রাজবংশী ভাষা-অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, বর্তমানে সেই অঞ্চল আরও বিস্তৃতি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, 'উত্তরের বাংলা' হিসাবে চিহ্নিত ভাষাভাষীরাও বর্তমানে নিজেকে রাজবংশী-ভাষী বলে আইডেনটিফাই করছেন নানা অঞ্চলে। এর কারণ হিসাবে একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট আইডেনটিটি তৈরি করার তাগিদ দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে নানা সমীক্ষার মাধ্যমে যখন ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়, তখন যে-সব গোষ্ঠীরা প্রথাগত জাতিব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগের আওতার বাইরে থেকে

গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিজেদের গোষ্ঠীর আইডেনটিটিকে একটি সুস্পষ্ট রূপ দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলে নানা গোষ্ঠী গড়ে তোলেন সামাজিক আন্দোলনের (Social Mobility Movements) মধ্যে দিয়ে। ভাষা এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। কারণ, ভাষা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একাত্মতা এবং solidarity গড়ে তোলবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। 'আমরা সকলে একই ভাষায় কথা বলি'—এই ধারণা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে একই ছাতার তলায় আশ্রয় দিতে সমর্থ হয়।

রংপুর জেলার করতোয়া নদীর তীরে ১৯১০ সালে সমাজ সংস্কারক পঞ্চানন বর্মা গড়ে তোলেন ক্ষত্রিয় আন্দোলন (বসু, ২০০৩)। বহু মানুষ করতোয়া নদীর তীরে জনসমক্ষে উপবীত ধারণ করে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করেন। এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের 'রাজবংশী' গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে দাবি করেন। 'রাজবংশী' অভিধাটি ইতিহাস থেকে চয়ন করে গড়ে তোলা হয় একটি বৃহত্তর আন্দোলনের। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে যে জনগোষ্ঠী সামাজিক মর্যাদা পায়, সেই জনগোষ্ঠীর সকলেই নিজেদের 'রাজবংশী ভাষী' বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। গ্রিয়ার্সনের সমীক্ষা এবং এই সামাজিক আন্দোলনের সময় প্রায় একই হওয়ায়, গ্রিয়ার্সন রংপুরকে রাজবংশী ভাষার মূল কেন্দ্র হিসাবে সম্ভবতঃ চিহ্নিত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, আশেপাশের অঞ্চলের আরও নানা গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের রাজবংশী আইডেনটিটির সঙ্গে চিহ্নিত করতে থাকেন। এর ফলে, রাজবংশী ভাষিক-অঞ্চলের সীমা ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করে। ছড়িয়ে পড়ে উত্তরের বাংলা অঞ্চল, নেপাল, বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলেও।

রাজবংশী ভাষা অঞ্চল ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্যকে রৈখিকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে যে continuum[২] তৈরি হয়, তার দৈর্ঘ্য মোটেও কম নয়। মালদা অঞ্চলের রাজবংশী ভাষা থেকে তরাই হয়ে কোচবিহারের রাজবংশী ভাষার গঠন যদি ব্যাখ্যা (structural analysis) করা হয়, তবে তার ধরন অনেকাংশেই বেশ ভিন্ন। এমনকি জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী এবং কোচবিহারের তুফানগঞ্জের রাজবংশীও বেশ আলাদা।

একই বাক্য 'আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি' চারটি অঞ্চলের রাজবংশী ভাষায় এভাবে বলা হয় :

জলপাইগুড়ি — মুই এলায় ঘর যাছো।

কোচবিহার — মুই এলায় ঘর যাং/যাংহে।

তরাই (দার্জিলিং) — মুই এলায় ঘর যাছু।

দিনাজপুর (হেমতাবাদ) — মুই এলায় ঘর যাহাছু।

যে কোন ভাষার ক্ষেত্রেই continum-এর নানা অংশে ভাষার বিভিন্ন ধরন (variety)-এর ব্যাখ্যা (analysis) সামাজিক ভাষাতত্ত্ব তথা উপভাষাতত্ত্বের একটি

গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা একটি অঞ্চলের নানা অংশে ভাষার গাঠনিক পার্থক্য ও সাদৃশ্য বোঝাতে সাহায্য করে। রাজবংশীর ক্ষেত্রে continum-এর খুব কাছাকাছি ভৌগোলিক অঞ্চলে যখন দুটি variety -র মধ্যে খুব বেশি রকমের রূপতাত্ত্বিক বাক্যতাত্ত্বিক (morphosyntactic) পার্থক্য ধরা পড়ে, তখন সামগ্রিক ভাষা-অঞ্চলের পুনর্বিন্যাস নিয়ে ভাবনা জরুরি বলে বোধ হয়। একই বাক্য জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, তরাই এবং দিনাজপুর অঞ্চলে ভিন্ন হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। আশেপাশের ভাষার সঙ্গে contact-এর একটি বড়ো কারণ।[৩]

আরও একটি কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে ফিরে যেতে হবে বিশ শতকের গোড়ায়। যেখানে 'রাজবংশী' আইডেনটিটিকে গড়ে তোলার জন্য ভাষার বৈচিত্র্যকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ইতিহাস থেকে তুলে আনা একটি শব্দের মাধ্যমে। সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠার আগে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ হয়ত অন্য কোন আইডেনটিটি বা অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে নিজেদের চিহ্নিত করবেন।

বসু (২০০৩) রাজবংশী গোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে তিন ধরনের তথ্য উল্লেখ করেছেন, যা বিভিন্ন মানুষের বিশ্বাস।

মার্টিন (১৮৩৮)-এর 'The History, antiquity, topography and statistics of eastern India'-তে বলা হয়েছে কোচ ও রাজবংশী আসলে একই গোষ্ঠী। রাজবংশী বেশির ভাগ মানুষই আগে কোচ জনগোষ্ঠীর অংশ ছিলেন। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাকি মানুষেরা অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে আসেন এবং নিজেদের গোষ্ঠীর প্রথা পরিবর্তন করেন।

এইচ. কে. অধিকারী (বাংলা ১৩১৪ সন) এ 'রাজবংশী কুলপ্রদীপ' রচনা করেন। সেখানে তিনি জানান যে রাজবংশী ও কোচ ভিন্ন গোষ্ঠী।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কিরাত জন কৃতি' (১৯৫১) তে জানান যে, রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষই বোডো জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। এঁরা নিজেদের Tibeto Burmese ভাষা পরিত্যাগ করে ইন্দো-আর্য ভাষায় কথা বলা শুরু করেন।

চারুচন্দ্র সান্যাল (১৯৬৫) জানিয়েছেন যে রাজবংশী গোষ্ঠীর ইতিহাস একটি 'mystry' এ'টি মনে করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে যে বৃহত্তর বোডো গোষ্ঠী ভারতে আসে, এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসতি স্থাপন করে, তারাই ক্রমে আসাম ও উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সান্যাল হান্টার (১৮৭৬)-কে উক্ত করে জানান যে, কোচ রাজা হাজো কামরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজ্যে ব্রাহ্মণদের আগমনের ফলে রাজা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'রাজবংশী' অভিধাটি'র সূত্রও সান্যালের বক্তব্যের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।

অ্যালেন (১৯০৫) জানিয়েছেন যে, রাজবংশী জনগোষ্ঠী একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী। পশ্চিমাঞ্চলে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এবং পূর্বাঞ্চলে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর মিল পাওয়া যায়। রিসলে (১৮৯১)-ও দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণের কথা স্বীকার করেছেন।

যাদব (২০১৪) নেপালের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর পরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে নেপালের নোরাং এবং ঝাপা অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও মিশ্র জনগোষ্ঠী।

ভ্যান ড্রিম (২০০১ : ৫৩৮) জানিয়েছেন যে রাজবংশী উপভাষায় (বা ভাষায়) ভোট-বর্মী এবং মৈথিলী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। বহুক্ষেত্রেই বলা হয় যে, রাজবংশী আসলে কোচ জনগোষ্ঠীর ইন্দো-আর্য ভাষা ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন একধরনের 'Corrupt Bengali'। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ভোট-বর্মী ভাষার মানুষের ইন্দো-আর্য ভাষা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবে এই ভাষাকে আদৌ 'Corrupt Bengali' বলা যথার্থ কিনা, তার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। একথা বলা যায় যে, বিশ শতকের একটি সামাজিক আন্দোলনের ফলে মূলত কোচ এবং অন্যান্য ভোট বর্মী ভাষার মানুষেরা আশেপাশের কিছু ভাষিক গোষ্ঠীর সঙ্গে জোট বেঁধে রাজবংশী আইডেনটিটিকে নিজেদের পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করেন। ইন্দো-আর্য ভাষার কাঠামোয় তাঁদের যে যোগাযোগের ভাষা (Link Language)[৪] তৈরি হয়, তাই-ই পরবর্তীকালে 'রাজবংশী ভাষা' হিসাবে চিহ্নিত হয়।

যদিও রাজবংশী ভাষা অঞ্চলের নানা ভাষার মানুষেরা পূর্বে ভোট-বর্মী (বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক/ দ্রাবিড়) ভাষা বলতেন, ক্রমে ক্রমে তাঁদের ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষার কাঠামোয় (Indo Aryan frame) প্রতিষ্ঠিত হয়। আশেপাশের অন্যান্য ভাষার প্রভাব সহ এই ভাষায় কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন :

রাজবংশী ভাষায় সম্মানসূচক (honoriticity marker) বাক্যাংশের ধরনে আঞ্চলিক প্রভাব রয়েছে। যেমন—তমরালা (বহুবচন এবং সাম্মানিক)।

বহু পরিমাণে ধন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার Reduplication হিসাবে।

কর্ম ও নিমিত্তকারক বিভক্তি (Accusative and Dative Case marker) ক/-ওক, অপাদান ও অধিকরণ কারক বিভক্তি (Ablative and locative case marker) ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বহন করে।

রাজবংশী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সর্বনাম পদ ব্যবহার করে। যেমন উত্তমপুরুষ, ১ বচন (First Person, Singular)-মুই, হামি।

Classifier-এর ব্যবহারও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

—সব মিলিয়ে বলা যায় যে একটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলে কয়েকটি গোষ্ঠী তাদের যোগাযোগের জন্য ইন্দো-আর্য কাঠামোর যে ভাষা ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলেছে এবং ব্যবহার করেছে, তা'কেই সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 'রাজবংশী' ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলার সাথে কাঠামোর মিল থাকায় এটিকে বাংলার উপভাষা বলা হয়েছে।[৭] Solidarity-র প্রয়োজনীয়তা রাজবংশী ভাষা-অঞ্চলকে বিস্তৃতি দিয়েছে। দেখা গিয়েছে, নানা অঞ্চলে রাজবংশী অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান সময়ে রাজবংশী একটি বড়ো ভৌগোলিক অঞ্চলে চিহ্নিত। তার মধ্য থেকে মান্য রাজবংশী (standard) বেছে নেবার চেষ্টা চলছে লিখিত মান্যরূপের প্রয়োজনে। পঞ্চানন বর্মা তাঁর 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় বাংলাতেই লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে রাজবংশী কথ্য ভাষার আদলেই লেখা হয়। তৈরি হয়েছে অভিধান, আকাদেমি। নানা অঞ্চলের প্রয়াসে রাজবংশী ভাষায় রয়েছে অসংখ্য বই, পত্রিকা, সংবাদপত্র, শিশুপাঠ্য, কবিতা, অনুবাদসাহিত্য, গল্প, নাটক। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংরক্ষিত হচ্ছে গান, নাটক, সামাজিক অনুষ্ঠানও।

রাজবংশী মান্য ভাষা যদিও এখনও সুস্পষ্ট রূপ পায় নি, কিন্তু রংপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজবংশী এখনও অনেকটাই ভারতকেন্দ্রিক। রংপুর বাংলাদেশে চলে যাবার পরেও রাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতি চর্চায় ভাঁটা পড়েনি মোটেও। বরং রাজবংশী New Media তথা Social Network-এও বিকশিত হয়েছে। রাজবংশী আইডেনটিটি এবং ভাষা আজ এক সর্বজনবিদিত আইডেনটিটি এবং ভাষা।

তথ্যসূত্র

১। উত্তরের বাংলা অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল রাজশাহী, দিনাজপুর, বওড়া, পাবনা, মালদা ও পূর্ণিয়া অঞ্চলকে। (গ্রিয়ার্সন, ১৯০৯ : ১১৯)

২। Continum-এর ধারণা উপভাষাতত্ত্বের (Dialectology) জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩। সূর্যাপুরী কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজবংশীর উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত, আবার কেউ কেউ মনে করেন এ'টি রাজবংশীর থেকে পৃথক ভাষা। যদিও দিনাজপুরের রাজবংশীর সাথে সূর্যাপুরীর তেমন কোন পার্থক্য নেই।

৪। পোষাকি ভাষায় একে Lingua France বলা হয়।

৫। Areal Feature, যাকে Language Contact-এর ফলে সৃষ্ট বলে মনে করেন। এমিনিউ (1964)।

৬। এই বৈশিষ্ট্য পুরুলিয়ার কিছু অঞ্চলেও দেখা যায়।

৭। আসাম অঞ্চলে অহমীয়ার উপভাষাও বলা হয়েছে রাজবংশীকে।

গ্রন্থসূত্র

Allen, D. C. 1905 *Assam District Gazatter*, Goalpara, Shillong District Press.

Basu, S, 2003. *Dynamics of a Caste Movement. The Rajbanshis of North Bengal*, 1910-1947. New Delhi : Manohar Chatterjee, S. K. 1951, Kirato Jana Kriti, Kolkata : *The Asiatic Society*.

Grierson, G. A. 1909. *Lingusitic Survey of India*, http://

dsal.uchicago.edu/books/isi visited on 24.6.18/Hunter w.w. 1876. A statistical Account of Bengal

Sanyal, C. C. 1965. *The Rajbanshis of North Bengal.* Calcutta. The Asiatic Society.

Von Driem, G, 2001. *Language of the Himalayas,* Vol.2, Leiden : Brill.

Yadav, S. P. 2014, *A Sociolinguistic Survey of Rajbanshi and Tajpuriya.* Zeport Submitted to Linguistic Survey of Nepal.

Emeneau, W. B. 1964. *India as a Lingusitc Area.* In Dell Hymes (e.d.) Language and culture in Society. A Reader in Linguistic and Anthropology. Harloer and Row Publishers.